**(২১) What is a message (Śāsanam)? What role does a message (Śāsanam) play in the administration of kingdom? What according to Kautilya are the qualifications of a writer of the message (Śāsanam)?**

তালপত্র, ভূর্জপত্র ইত্যাদি উপর লিখিত রাজার নির্দেশ বা আদেশ সম্পর্কিত বিষয়কে আচার্যগণ শাসন বা লেখ নামে অভিহিত করেন। (শাসনে শাসনামিত্যাচক্ষতে) নৃপতিগণ তাঁদের রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনরূপ পরম ধর্মানুষ্ঠানের জন্য শাসন বা লেখের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হন। কেননা, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়,— এ ছয়টি নিয়ে যে ষাড়্গুণ্য, তার মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ বিষয়ক সকলকার্যেই শাসন বা লেখমূলক। নৃপতিগণ কখন কিভাবে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে সন্ধি করবেন, কিংবা কার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করবেন তা' নিরূপিত হয় শাসন বা লেখের উল্লিখিত তথ্যাদির মাধ্যমে। (শাসনপ্রধানা হি রাজানঃ, তন্মূলত্বাৎ সন্ধিবিগ্রহয়োঃ)। সন্ধি বা বিগ্রহের কার্য কেবল বাচিক সন্দেশের উপর ভিত্তি করে সম্পাদন করতে গেলে অনেসময়েই রাজার কার্যহানির সম্ভাবনা থাকে। কেননা যে দূত বাচিক সন্দেশ বহন করে নিয়ে যাবে, প্রমাদ বা অনবধানতা হেতু সে অপরের কাছে তা প্রকাশ করে দিয়ে রাজার গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তাই লিখিত শাসনের গুরুত্ব ও প্রাধান্য যে অপরিসীম তা'

Scanned with CamScanner

অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং রাজ্যের নির্বিঘ্ন ও মসৃণ প্রশাসনের ব্যাপারে শাসন বা লেখের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

যেহেতু রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে শাসন বা লেখের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, সেজন্য তার লেখককেও বিশেষ গুণান্বিত হতে হবে,— এই বিবেচনা করে মহামতি কৌটিল্য বলেছেন যে, শাসনের লেখক হবেন অর্থশাস্ত্রের বিনয়াধিকারিকের প্রথমে অধিকরণের "মন্ত্রিপুরোহিতোৎপত্তিঃ" শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লিখিত জানপদ, অভিজাত, ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি অমাত্যগুণে অন্বিত (অমাত্য সম্পদোপেতঃ)। তাছাড়া, শাসন লেখক ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের, ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রমের। এবং উক্ত বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত লোকদেরও অনুষ্ঠিতব্য বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হবেন (সর্বসময়বিদ্)। তিনি হবেন শীঘ্র বাক্যসমূহ সৃষ্টি করতে ও সেগুলি লিখতে সুদক্ষ (আশুগ্রন্থঃ)। তাঁর হস্তাক্ষর বা লিপি হবে সুন্দর, সুবোধ্য ও দর্শনীয় (চার্বক্ষরঃ)। তিনি সুস্পষ্টরূপে ও সুস্বরে লেখপঠনে সমর্থ হবেন (লেখবাচন সমর্থঃ)। (তস্মাদমাত্যগুণসম্পদোপেতঃ সর্বসময়বিদাশুগ্রন্থশ্চার্বক্ষরো লেখবাচনসমর্থো লেখকঃ স্যাৎ)। সুতরাং অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতানুসারে লেখ লেখককে পঞ্চবিংশতি অমাত্য গুণের সঙ্গে সম্প্রতি উক্ত চারগুণকে নিয়ে সর্বমোট ঊনত্রিশ গুণের অধিকারী হতে হবে।

Scanned with CamScanner